নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০

গল্প লেখো...গল্প জেতো প্রতিযোগিতা ২০০৪

চতুর্থবারের মতো আয়োজিত 'নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো...গল্প জেতো' প্রতিযোগিতার গল্প পাঠানোর সময়সীমা শেষ হচ্ছে ২২ সেপ্টেম্বর। গত ৩ বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও নির্ধারিত সময়ের শেষ দু'সপ্তাহে গল্প জমা পড়ছে সবচেয়ে বেশি। এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার গল্প এসেছে আমাদের কাছে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সবার জন্য উন্মুক্ত এ প্রতিযোগিতার যৌথ আয়োজক সাপ্তাহিক ২০০০, নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইউনিট্রেন্ড। ১১ সেপ্টেম্বর এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মিটিংয়ে বসেন সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে। সেখানে নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র কোলিনারি অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজার আশরাফ-বিন-তাজ, ব্রান্ড ম্যানেজার নুজহাত ইউসুফ, ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর তুষার দাশ। প্রতিযোগিতার বিচারক ও শিশু সাহিত্যিক আমিরুল ইসলাম, সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, বিজ্ঞাপন ম্যানেজার নাজমুল আহসান, স্টাবলিশমেন্ট ম্যানেজার আরিফুল ইসলাম ও স্টাফ রিপোর্টার নোমান মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এবারের আয়োজনের নানা দিক নিয়ে তারা মতবিনিময় এবং সার্বিক আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এবারের গল্প লেখো গল্প জেতো প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠানোর পূর্ব-নির্ধারিত

আশরাফ-বিন-তাজ
সিনিয়র কোলিনারি অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজার নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড

নুজহাত ইউসুফ
ব্রান্ড ম্যানেজার নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড

তুষার দাশ
সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর ইউনিট্রেন্ড লিমিটেড

Awgi"j Bmjvg
শিশু সাহিত্যিক

বাংলাদেশে এখন সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের জন্য ক'টি প্রতিযোগিতাই বা আয়োজিত হয়। আগের মতো পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি, সাহিত্য ক্লাবও নেই। ক্ষুদে গল্প, কবিতা লিখিয়েদের প্রতিভা তাই সীমাবদ্ধ থাকে তাদের ডায়রির পাতায়। আপামর জনসাধারণের মাঝে পরিচিত হওয়ার স্বপ্ন তাই স্বপ্নই থেকে যায়। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। ক্ষুদে লেখক, শিক্ষক, অভিভাবকরা আঁকড়ে ধরেছেন 'নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো...গল্প জেতো' প্রতিযোগিতাকে। তাদের এই আস্থা ও নির্ভরতাকে সম্বল করে এই প্রতিযোগিতা সফলভাবে পদার্পণ করেছে চতুর্থ বছরে।

ঢাকার পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জ, সাভার, টঙ্গী, গাজীপুরে সরাসরি প্রচারণা চালিয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০ কর্মীবাহিনী। আলাদা প্রচারণা চালানো হয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতেও। সব জায়গা থেকে মিলেছে আশানুরূপ সাড়া।

এ ছাড়াও ঢাকার বাইরে পুরো বাংলাদেশের প্রায় ১০ হাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবর আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। সেখানে রয়েছে গল্প লেখো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্কুলগুলোতে সরাসরি ক্যাম্পেইনিং করা হয়। এসব অঞ্চল থেকেও মিলেছে আশাতীত সাড়া।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে গল্প জমা নেয়ার জন্য রয়েছে ঢাউস আকৃতির দু'টি বাক্স। ১১ সেপ্টেম্বর একটি বাক্স খোলা হয়। আশরাফ-বিন-তাজ, তুষার দাশ, আমীরুল ইসলাম, নুজহাত ইউসুফ, গোলাম মোর্তোজা সবাই বাক্স থেকে গল্প তোলেন। পুরো বাংলাদেশে এই গল্প লেখো প্রতিযোগিতা কতোটা বিস্তৃত হয়েছে এটা ভেবে সবাই অবাক। কেননা, কোনো গল্প এসেছে কুড়িগ্রাম থেকে, কোনোটি খাগড়াছড়ি, আবার কোনোটি বাগেরহাট থেকে। জয়পুরহাট, নওগাঁ, ফেনীর মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চল থেকেও প্রচুর গল্প এসেছে। বন্যা, হরতালের মতো সমসাময়িক বিষয়ের পাশাপাশি গাছ, পশু-পাখি নিয়েও অনেক গল্প লিখেছে ক্ষুদে গল্প লিখিয়েরা। রূপকথার রাক্ষস-খোক্ষসের গল্পও তাদের লেখনীতে পেয়েছে নতুন মাত্রা।

গল্প লেখো...গল্প জেতো প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করার প্রথম, প্রধান ও একমাত্র কারণ সামাজিক দায়বদ্ধতা। আয়োজক তিনটি সংস্থাই চায় সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ। সেজন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে মাত্র। প্রতি বছর যে হাজার হাজার ক্ষুদে লেখক আমাদের কাছে গল্প লেখেন, তার মধ্যে যদি ভবিষ্যতে একজন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত ওসমান, শওকত আলী, হুমায়ূন আহমেদ কিংবা ইমদাদুল হক মিলন বেরিয়ে আসেন তাহলেই আমাদের এ আয়োজন সার্থক হবে। সেই 'সার্থক' দিনের প্রতীক্ষায় গল্প লেখো...গল্প জেতো প্রতিযোগিতা চলবেই- এ অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ সাপ্তাহিক ২০০০, নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড ও ইউনিট্রেন্ড লিমিটেড।

শেষ সময় ছিলো ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু প্রথমে বন্যা ও পরে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশের বিভিন্ন স্কুল অনেক দিন বন্ধ থাকে। ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই সময় মতো গল্প পাঠাতে তাদের অসুবিধার কথা জানায়। ফোনে আমাদের অনুরোধ করেন সময় বাড়ানোর জন্য। দু-একটি নয়, এ রকম অনেক ফোনই আমরা পেয়েছি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকদের কাছ থেকে। তাদের যৌক্তিক অনুরোধে সাড়া দিয়ে গল্প পাঠানোর সময় এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই গল্প লেখো...গল্প জেতো প্রতিযোগিতার প্রচারকাজ শুরু হয়। ঢাকার প্রায় সাড়ে নয়শ' স্কুলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কর্মীরা প্রচারাভিযান চালায়। প্রতি গ্রুপে ২ জন করে মোট ১০ গ্রুপ এই কাজ করে। তারা ঢাকার প্রায় প্রতিটি স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে প্রতিযোগিতার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে বলে। অবশ্য ততোটা বুঝিয়ে বলতে হয়নি। কারণ গত তিন বছরের আয়োজনের কারণে স্কুলগুলোর কাছে 'গল্প লেখো...গল্প জেতো' প্রতিযোগিতা পরিচিত এক নাম; কাঙ্ক্ষিতও বটে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বলেছেনও সে কথা। তারা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করেন এই প্রতিযোগিতাটির জন্য। সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের এই বিরল সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চান না।

আসলেই তাই। আমাদের এই স্বপ্নের

আরো ১০০ পুরস্কার

মূল সমস্যাটা হয় বিচারকদের। প্রতি বছর এত্তো এত্তো ভালো গল্প আসে যে, সেখান থেকে সেরা ২০টি গল্প খুঁজে বের করা সত্যিই দুরূহ। কিন্তু প্রতিযোগিতা যখন, তখন তো সেরাদের আলাদা করে সম্মান দেয়া হবেই। তাই বলে অন্য ছোট্ট বন্ধুরা হতাশ হয়ো না। তোমাদের সৃজনশীল প্রতিভার ভালো ভালো গল্পকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবার তাই বাড়ছে পুরস্কারের পরিধি। ১১ সেপ্টেম্বর আয়োজক ৩টি প্রতিষ্ঠানের মিটিংয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ উত্থাপন করে এ প্রস্তাব। যৌক্তিক কারণেই সেটা মেনে নেন নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড ও ইউনিট্রেন্ড লিমিটেডের শীর্ষ কর্তারা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০টি সেরা গল্পের পুরস্কার আগের মতোই থাকবে। এর সঙ্গে যোগ হবে আরো ১০০টি বিশেষ পুরস্কার। ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর 'ক' বিভাগ এবং ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীর 'খ' বিভাগের পরবর্তী ৫০ জন করে অর্থাৎ মোট ১০০ জন পাবে এই বিশেষ পুরস্কার। বড় লেখক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আয়োজক তিন প্রতিষ্ঠানের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে প্রতিযোগীতাটি আরো গতিশীলতা পাবে বলে সবার বিশ্বাস।